প্রকাশনার ৩১ বছর www.dailyghagot.com

দৈনিক ঘাঘট

গণ মানুষের মুখপত্র THE DAILY GHAGOT

২৯১ তম সংখ্যা ॥ গাইবান্ধা ॥ শনিবার ॥ ২ শ্রাবন ১৪২৮ ॥ ৬ জিলহজ ১৪৪২ হিজরী ॥ ১৭ জুলাই ২০২১

শতবর্ষী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে গাইবান্ধা জেলার আলোকিত শিক্ষক

মোঃ রওশন হাবিব

প্রাচ্যের অক্সফোর্ড নামে খ্যাত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এ বছরের ১লা জুলাই শতবর্ষ উদযাপন করেছে। এ বিশ্ববিদ্যালয়ে রয়েছেন অনেক প্রথিতযশা শিক্ষকবৃন্দ। গাইবান্ধা জেলার অনেক কৃতী সন্তানই আছেন যাঁরা গাইবান্ধাকে দেশ তথা বিশ্ব দরবারে করছে সমৃদ্ধ ও আলোকিত। বর্তমান সময়ের এমনই একজন ব্যক্তিত্ব ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিসংখ্যান বিভাগের প্রসিদ্ধ শিক্ষক অধ্যাপক ড. মোঃ আব্দুস সালাম আকন্দ।

বিশিষ্ট পরিসংখ্যানবিদ, গবেষক ও জনহিতৈষী প্রফেসর ড. মোঃ আব্দুস সালাম আকন্দ

বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের আলো বাতাসের স্নিগ্ধ পরশে বেড়ে ওঠে যাঁরা সমাজে উচ্চাসনে আসীন হয়েছেন, তাঁর মধ্যে ঐতিহ্যবাহী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিসংখ্যান বিভাগের প্রসিদ্ধ শিক্ষক অধ্যাপক ড. মোঃ আব্দুস সালাম আকন্দের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। যিনি ন্যায়নীতিতে অটল থেকে স্বপ্রতিভা ও কর্মনিষ্ঠায় জীবনকে অনন্যচূড়ায় আরোহন করেছেন। ১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দে তিনি গাইবান্দা সদর উপজেলার গিদারী ইউনিয়নের উত্তর গিদারী গ্রামের আকন্দ বাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা আলহাজ্ব মোঃ আমজাদ হোসেন আকন্দ অবসরপ্রাপ্ত সহকারী স্বাস্থ্য পরিদর্শক এবং মাতা মিসেস লাইলী বেগম আদর্শ গৃহিনী। পিতা-মাতার সাত সন্তানের মধ্যে তিনি দ্বিতীয়।

ছোটবেলা থেকেই ড. আকন্দ মেধার স্বাক্ষর রেখে চলেছেন। বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার ফলাফল তারই প্রমাণ। তাঁর প্রাথমিক শিক্ষার হাতেখড়ি বারবলদিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। ১৯৯২ খ্রিস্টাব্দে লক্ষীপুর দ্বি-মূখী উচ্চ বিদ্যালয় থেকে স্টার মার্কস সহ প্রথম বিভাগে এসএসসি পাশ করেন। তারপর বগুড়া ক্যান্ট. পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজে উচ্চ মাধ্যমিকে ভর্তি হন। এই কলেজ হতেই ১৯৯৪ খ্রিস্টাব্দে স্টার মাকর্স সহ প্রথম বিভাগে এইচএসসি পাশ করেন। অতঃপর ভর্তি হন প্রাচ্যের অক্সফোর্ড নামে খ্যাত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। এ প্রতিষ্ঠান থেকে তিনি ১৯৯৮ খ্রিস্টাব্দে পরিসংখ্যানে প্রথম শ্রেণিতে বি.এসসি. (অনার্স) ডিগ্রী ও ১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দে প্রথম শ্রেণিতে এম.এসসি. ডিগ্রী লাভ করেন। বি.এসসি.তে কৃতিত্বপূর্ণ ফলাফলের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান অনুষদ তাঁকে ডিনস্ স্পেশাল অ্যাওয়ার্ডে ভূষিত করে। ২০০৭ খ্রিস্টাব্দে তিনি মর্যাদাপূর্ণ জাপান/ওয়ার্ল্ড ব্যাংক গ্রাজুয়েট স্কলারশিপে জাপানের সুকুবা বিশ্ববিদ্যালয়ে গমন করেন এবং ২০০৯ খ্রিস্টাব্দে ঐ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক অর্থনীতিতে এম.এ. ডিগ্রী লাভ করেন। তারপর ২০১১ খ্রিস্টাব্দে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের খ্যাতনামা এরাসমাস মানডুস মবিলিটি উইথ এশিয়া (এম্মা) স্কলারশিপে পর্তুগালের এভোরা বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচ.ডি. কোর্সে অংশগ্রহণ করেন। শিক্ষা জীবনের প্রতিটি পর্যায়েই কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখে সর্বশেষ ২০১৪ খ্রিস্টাব্দে ঐ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি অনার সহ ডিসটিংশনে (সুমা কাম লাউডে) পিএইচ.ডি. ডিগ্রী অর্জন করেন। পিএইচ.ডি. শেষে ড. আকন্দ তাঁর প্রিয়প্রাঙ্গণ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করেন। ইউরোপের নামীদামি বিশ্ববিদ্যালয়ের লোভনীয় সুযোগ-সুবিধা পরিত্যাগ করে নিজের দেশ ও দেশের মানুষকে ভালোবাসার অভিপ্রায়ে তাঁর এই প্রত্যাবর্তন।

ড. আকন্দ বর্ণাঢ্য কর্মজীবনের অধিকারী। তিনি ২০০৩ খ্রিস্টাব্দের ৫ জানুয়ারি ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটিতে প্রভাষক হিসাবে কর্মজীবনে প্রবেশ করেন। তারপর ঐ বছরেই ৩০ অক্টোবর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিসংখ্যান বিভাগের প্রভাষক হিসাবে যোগদান করেন। ২০০৯ খ্রিস্টাব্দে একই বিভাগে সহকারী অধ্যাপক ও ২০১৪ খ্রিস্টাব্দে সহযোগী অধ্যাপক হিসাবে পদোন্নতি লাভ করেন। অতঃপর ২০১৯ খ্রিস্টাব্দে তিনি প্রফেসর হিসাবে পদোন্নতি লাভ করেন এবং অদ্যাবধি এ পদে অধিষ্ঠিত আছেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উইমেন্স এন্ড জেন্ডার স্টাডিজ বিভাগ, ভাষাবিজ্ঞান বিভাগ, ফলিত গণিত বিভাগ সহ বিভিন্ন বিভাগে খণ্ডকালীন শিক্ষক হিসাবে পাঠদান করেছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়াও তিনি বিভিন্ন পাবলিক ও প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে জড়িত আছেন।

শিক্ষকতার পাশাপাশি ড. আকন্দ বিভিন্ন সামাজিক-সাংস্কৃতিক, প্রশাসনিক ও একাডেমিক কাজে সম্পৃক্ত রয়েছেন। তিনি ২০০৪-২০০৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফজলুল হক মুসলিম হলের সহকারী হাউজ টিউটর, ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ হতে অদ্যাবধি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক পরিষদের সদস্য, বোর্ড অব এডভান্সড স্টাডিজের সদস্য ও বিজ্ঞান অনুষদের একাডেমিক পরিষদের সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। তিনি পরিসংখ্যান বিভাগের একাডেমিক ও সিএন্ডডি কমিটির সদস্য হিসেবেও দায়িত্ব পালন করছেন। এছাড়াও তিনি বাংলাদেশ পরিসংখ্যান সমিতির আজীবন সদস্য ও যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক হিসেবে ২০১৫-২০১৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্ট্যাটিসটিকস্ ডিপার্টমেন্ট এলামনাই এসোসিয়েশনের আজীবন সদস্য ও এক্সিকিউটিভ কমিটির সদস্য ছিলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলামনাই এসোসিয়েশনের ও তিনি আজীবন সদস্য। তিনি ২০১১ খ্রিস্টাব্দ থেকেই এভোরা বিশ্ববিদ্যালয়ের রিসার্চ সেন্টার ইন ম্যাথমেটিকস্ এন্ড এপ্লিকেশনস্ (সিমা) এর একজন আন্তর্জাতিক সদস্য হিসেবে বেশ সুনামের সাথে দায়িত্ব পালন করছেন। তিনি হেলথ প্রমোশন ইন্টারন্যাশনাল, জার্নাল অব এডভান্সড সোশ্যাল রিসার্চ, ইন্টারন্যাশনাল জার্নাল অব

সোশিওলজি এন্ড অ্যানথ্রপলজি সহ বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক জার্নালে পর্যালোচকের দায়িত্ব পালন করছেন। সাফল্যের সঙ্গে সর্বক্ষেত্রে তিনি তাঁর ওপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করে প্রশংসিত।

ড. আকন্দের গ্রন্থ ও প্রবন্ধ দেশে ও বিদেশে প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর লেখা ৩টি পাঠ্যবই, ২৭টি গবেষণা প্রবন্ধ ও ১০ টির বেশি কনফারেন্সে উপস্থাপিত পেপার ইতিমধ্যে প্রকাশিত হয়েছে, যা শিক্ষার্থী ও পাঠকদের মাঝে বেশ সমাদৃত। এর মধ্যে ১০টির বেশি গবেষণা প্রবন্ধ বিদেশি খ্যাতনামা জার্নালে প্রকাশিত। তিনি এশিয়া, ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকার অনেক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে তাঁর গবেষণা উপস্থাপন করেছেন। তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থসমূহ-(১) Research Methodology: A Complete Direction for Learners (প্রকাশকাল- ২০১৮); (২) Demand for Health Care and Health Care Expenditure: Applications and Policy Implications in Bangladesh (প্রকাশকাল- ২০১১); (3) Goodness-of-Fit Tests for GEE Model: Methods and Applications (প্রকাশকাল-২০১১)। তাঁর লেখা আরও ১টি গ্রন্থ Statistics and Probability: A Complete Direction for Learners স্বল্পসময়ের মধ্যেই প্রকাশিত হবে। মৌলিক গবেষণায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখায় ২০১৫ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান অনুষদ কর্তৃক তিনি গোল্ড মেডেল সহ পুনরায় ডিনস্ অ্যাওয়ার্ডে ভূষিত হন। তাঁর তত্ত্বাবধানে ইতোমধ্যেই অনেক গবেষক বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণা করেছেন এবং করছেন।

তিনি বই পড়তে ও ঘুরতে পছন্দ করেন। বাংলাদেশের দর্শনীয় স্থান সহ তিনি তাঁর লেখাপড়া ও গবেষণার জন্য অস্ট্রিয়া, বেলজিয়াম, চীন, ফ্রান্স, জার্মানি, হংকং, ভারত, জাপান, নেদারল্যান্ড, নরওয়ে, পর্তুগাল, স্পেন, সুইজারল্যান্ড, থাইল্যান্ড, সংযুক্ত আরব আমিরাত, ইউনাইটেড স্টেটস অব আমেরিকা সহ পৃথিবীর বহু দেশ ভ্রমণ করেছেন।

এলাকার মানুষের কল্যাণে তিনি নিবিড়ভাবে সামাজিক কাজ করে চলেছেন। নিজ গ্রামের ধর্মীয় শিক্ষার প্রসারে তিনি ২০০৫ খ্রিস্টাব্দে আকন্দ বাড়ি মক্তব খানা প্রতিষ্ঠা করেন। এলাকার অসহায় ও দুঃস্থ মানুষ, কন্যাদায়গ্রস্ত পিতা ও গরিব মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের সামর্থ্য অনুযায়ী নীরবে সহযোগিতা করে আসছেন। মসজিদ, মাদ্রাসা ও ঈদগাহ মাঠ নির্মাণসহ এলাকার আর্থ-সামাজিক মান উন্নয়নে তিনি নিরলস প্রচেষ্ঠা চালিয়ে যাচ্ছেন।

শিক্ষাজীবন ও কর্মজীবনের মতো পারিবারিক জীবনেও সফল মানুষ প্রফেসর ড. আকন্দ। ব্যক্তিগত জীবনে ২০০৩ খ্রিস্টাব্দে মাকসুদা খানমের সাথে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন তিনি। স্ত্রী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পরিসংখ্যানে বি.এসসি. (অনার্স) ও এম.এসসি. ডিগ্রী লাভ করে মির্জা আব্বাস মহিলা ডিগ্রী কলেজে অধ্যাপনা করছেন। সুখময় সংসারে শোভা বর্ধন করেছে দুই পুত্র সাদিক মুস্তাকিম আকন্দ (মাহিন) ও ওয়াসিফ তাহ্সিন আকন্দ।

ড. আকন্দ ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে শিক্ষার মাধ্যমে উন্নয়নের পরামর্শ প্রদান করেন। একটি শিক্ষিত জাতিই কেবল সমাজ ও দেশকে বিশ্বের দরবারে সম্মানে ভূষিত করতে সক্ষম হয়। তাই তিনি স্বপ্ন দেখেন, একদিন এই প্রজন্ম আমাদের সামাজিক মূল্যবোধ, আদর্শ তথা সংস্কৃতিকে ধারণ করে প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত হবে এবং এদেশকে আরও উন্নতির শিখরে নিয়ে যাবে। তিনি তাঁর দুই সন্তানকে দেশীয় সংস্কৃতিকে বড় করতে বদ্ধপরিকর। শতবর্ষী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পথচলা আরও সুগম হবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।